মুজিবনগরে গুডনেইবার্সের উদ্যোগে সরকারি স্কুল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

মুজিবনগরের গুড নেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর উদ্যোগে উপজেলার সরকারি মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্কুলের ইংরেজি ও গণিত শিক্ষকদের বেসিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার বল্লভপুর মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বল্লভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর প্রজেক্ট ম্যানেজার বিভব দেওয়ান, উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ সামসুজ্জোহা, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন করিম, গুডনেইবার্স এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার রিফাত আল মাহমুদ।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপজেলার ৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১ জন করে ইংরেজি ও অংকের শিক্ষক এবং ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১জন করে অঙ্ক ও ইংরেজি শিক্ষক নিয়ে মোট ২০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন, আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিবপুর এর সহকারী শিক্ষক মোশারফ হোসেন এবং ফিরাতুল ইসলাম। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন, কেদারগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শাহজাহান আলী এবং মুজিবনগর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রাজিব মিয়া।

দামুড়হুদায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) বিষয়ক সেনসিটাইজেশন সভা

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে নাগরিকদের দাবি উত্থাপন প্রকল্পের আওতায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) বিষয়ক সেনসিটাইজেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজের সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা লোকমোর্চার সভাপতি ও আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রসিদ, উপজেলা লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক ও দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ঢাকা অফিসের সহকারী পরিচালক নির্মল দাস, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সমন্বয়কারী আনিসুর রহমান, সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ।

পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন সচিব হারুন অর রশিদ হাউলী ইউনিয়ন সচিব নাঈম উদ্দিন, দামুড়হুদা ইউনিয়ন সচিব শামীম রেজা, নাটুদাহ ইউনিয়ন সচিব নুরজাহান খাতুন, নতিপোতা ইউনিয়ন সচিব সুজাল আলি, জুড়ানপুর ইউনিয়ন সচিব আলমগীর হোসেন, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন সচিব হাসানুজ্জামান, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন সচিব শাহাবুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা লোকমোর্চার যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক সেলিনা আক্তার, সহ সম্পাদক হানিফ মন্ডল, উপজেলা লোকমোর্চার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুল, হাউলী ইউনিয়ন লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক মজিবর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম মিলন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা, উপজেলা লোকমোর্চার সদস্য মাকসুদর রহমান রতন, মিরাজুল ইসলাম

মিরাজ প্রমূখ।

অনুষ্ঠানের প্রথমেই কুরআন থেকে তেলওয়াত করেন জুড়ানপুর ইউনিয়ন লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক গোলাম সরোয়ার নান্নু। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রোগ্রাম অফিসার ফরহাদ হোসেন।

ঢাকাস্থ হাটবোয়ালিয়া কমিউনিটি ফোরামের কমিটি গঠন

বৃহত্তর হাটবোয়ালিয়া অঞ্চলকে এগিয়ে নিতে ঢাকাস্থ হাটবোয়ালিয়া অঞ্চলের কমিউনিটি ফোরাম বিগত দুই বছর থেকে কাজ করছে।

এর ধারাবাহিকতায় কাজের গতি বৃদ্ধির জন্য মিজানুর রহমান হেলালকে আহবায়ক ও মোস্তাফিজুর রহমানকে সদস্য সচিব করে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করেছে কমিউনিটি ফোরাম।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, যুগ্ন আহবায়ক জাহিদুল ইসলাম (মোমিন), অর্থ সম্পাদক নেছার উদ্দিন, নির্বাহী সদস্য ফখরুল ইসলাম সেলিম, নাজমুল হুদা নুর, হালিম নজরুল, শাহিন আলম, রাসেল উদ্দিন, তরিকুল ইসলাম, শাহিন মাহমুদ, জয়নব জয়া, রাজু আহমেদ, ইঞ্জিনিয়ার হাসান, মহিউদ্দিন।

রাজধানী (ঢাকা)‘র ধানমন্ডিতে আমেরিকান রেস্টুরেন্ট “টনি রমাসে” গত শুক্রবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) এক মিটিং এর মাধ্যমে এ কমিটি গঠিত হয়।

কমিটি গঠনের পর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন কমিউনিটি ফোরাম। এর মধ্যে রয়েছে বৃহত্তর হাটবোয়ালিয়া অঞ্চলের দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের কে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। ঢাকাস্থ হাটবোয়ালিয়া অঞ্চলের যে সকল ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে অধ্যায়নরত তাদেরকে সংযুক্ত করা। মেধাবী বেকার ছেলে-মেয়ে কে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরীর ব্যাবস্থা করে দেয়া সহ আরো কিছু কার্যক্রম।

নবনির্বাচিত কমিটির আহ্বায়ক মিজানুর রহমান হেলাল বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ঢাকাতে বসবাসরত বৃহত্তর হাটবোয়ালিয়া অঞ্চলের মানুষকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছি। ২০২১ সালে আমাদের পথ চলা শুরু, এরমধ্যে আমরা বৃহত্তর হাটবোয়ালিয়া অঞ্চলের মানুষকে নিয়ে দুটি সফল মিলনমেলা করেছি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ সহ একটি সক্রিয় ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে যেটার নাম – “”Hatboalia Community Forum হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম (ঢাকা)” আমাদের সকল কার্যক্রম আমাদের ফেসবুক গ্রুপে প্রতিনিয়ত আমরা প্রকাশ করে থাকি।

তিনি বলেন, এই কমিউনিটি ফোরাম বৃহত্তর হাটবোয়ালিয়ার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা প্রকাশ করি। সকলের সহযোগিতা পেলে এই কমিউনিটি ফোরাম কে একদিন রোল মডেল হিসেবে আপনারা দেখতে পাবেন।

তিনি আরো বলেন, এই কমিউনিটি ফোরাম সম্পুর্ন অরাজনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক কোন বিষয় কখনই এই কমিউনিটি ফোরাম কে স্পর্শ করতে পারবে না। এই কমিউনিটি ফোরাম কে এগিয়ে নিতে তিনি সকলের সক্রিয় সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় আবুল কাসেম স্যার, মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন স্বপন, আল ইমরান, বশির আহমেদ, আল বাশার, ইসমাইল হোসাইন ,পলাশ প্রমূখ।

এই কমিটি আগামী এক বছরের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করবে।

দামুড়হুদায় মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার বার্ষিক মতবিনিময় সভা

নারীর প্রতি সহিংসতা কমিয়ে এনে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলাসহ নির্যাতিত

নারীদের দির্ঘদিন ধরে আইনি সহায়তা দিয়ে আসছে মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা। এরই ধারাবাহিকতায় দামুড়হুদায় সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মীসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার বার্ষিক মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকসানা মিতা।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (অপারেশন) শফিউল আলম, জুড়ানপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউপি চেয়ারম্যান এসএএম জাকারিয়া আলম, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সাইফুন নাহার ইপসি, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুল, ব্র্যাকের এরিয়াম্যানেজার শংকর মহাজন, সিডিও’র সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্য জয়িতা নাজমা খাতুন প্রমুখ।

শুরুতেই প্রকল্পের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন সংস্থার সহ-সমন্বয়কারী ফরহাদ আলী খান। সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম বিষয়ে আলোকপাত করেন প্রকল্প সমন্বয়কারী উম্মে সালমা। বার্ষিক প্রতিবেদন তুলে ধরেন সংস্থার প্রকল্প কর্মকর্তা দিল তৌহিদা পারভীন।

সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সংস্থার অফিস সহকারী হাবিবুর রহমান।

[redacted]

[redacted]

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কোটচাঁদপুর শাখার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

দ্রব্যমূল্যের উর্দধগতি প্রতিবাদে ও পাঠ্যপুস্তক হতে ধর্ম ও জাতিসত্ত্বা বিরোধী বিতর্কিত বিষয় সমূহ বাতিল ও শিক্ষার সর্বস্তরের ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন কোটচাঁদপুর উপজেলা ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। শুক্রবার বিকেলে এ বিক্ষোভ করেন সংগঠনটি।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখার সভাপতি মুক্তি ওমর ফারুক বলেন, দ্রব্যমূল্যের উর্দধগতি প্রতিবাদে ও পাঠ্যপুস্তক হতে ধর্ম ও জাতিসত্ত্বা বিরোধী বিতর্কিত বিষয় সমূহ বাতিল ও শিক্ষার সর্বস্তরের ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবীতে আমাদের আজকের এ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুর বাজার চত্বরের সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মুক্তি ওমর ফারুক। বক্তব্য রাখেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন, আব্দুল মালেক সহ আরো অনেকে।

এর আগে কোটচাঁদপুর মেইন বাসস্ট্যান্ড থেকে বিক্ষোভ সমাবেশ টি বের হয়। পরে মিছিলটি পৌর শহরের বিশেষ বিশেষ সড়ক প্রর্দক্ষিন শেষে বাজার চত্বরের সমাবেশে মিলিত হন।

দামুড়হুদায় মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার সাথে

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার দায়িত্ব নিল ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ

অর্থের অভাবে সামিয়া-সাদিয়ার (দুই জমজবোন) নিজেরা প্রাইভেট পড়তে না পারলেও তারা তাদের লেখাপড়ার খরচ জুগিয়েছেন নিজেরা টিউশনি করে।

নানা প্রতিকুলতার মধ্যে বেড়ে ওঠা এই দুইবোন গেলো বছর এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছে।

সামিয়া খাতুন ও সাদিয়া খাতুন নামের জমজ দুইবোনের বাবা আশরাফুল ইসলাম কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ধুবইল গ্রামের হাজীপাড়ার এলাকার বাসিন্দা। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম বাবা দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগী। বাবার স্থানে যেন তার মা আসমা খাতুন শত কষ্ট করেও তাদের সন্তানদের লেখাপড়া চালিয়ে আসছিলো। এবং লেখাপড়া থেকে একচুল পিছু হটতে দেননি তিনি। কিন্তু টাকার অভাবে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিলো তাদের শিক্ষাজীবন। কষ্টের কথা বলতে গিয়ে টলমল করে উঠছিল তাদের চোখ। সামিয়া খাতুন ও সাদিয়ার মতো স্কুল,কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আর আট জন শিক্ষার্থীর পড়ালেখা জীভন শেষ করতে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

কারও বাবা ভ্যানচালক, কারো বাবা রাজমিস্ত্রী বা দিনমজুর। আবার কারও বাবা মারা গেছে। সংসারে নিত্য অভাব লেগেই আছে। যেখানে তিনবেলা খাবার জোটেনা, সেখানে পড়াশুনার চিন্তা করাটাও ছিল দূরহ ব্যাপার। তারপরও থেমে থাকেনি তারা। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। এমন আট শিক্ষার্থীর পড়াশুনার দায়িত্ব নিয়েছে “ইয়াসিন -মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ”।

বুধবার সকালে মিরপুর মহিলা কলেজ অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে এসব শিক্ষার্থীদের হাতে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) হারুন অর রশীদ।
তিনি বলেন, এসব মেধাবি ছাত্র-ছাত্রীর হয়তো পরিবারে অস্বচ্ছলতা আছে কিন্তু তারা যে মেধাবী তাতে কোন সন্দেহ নেই।’ আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানের আয়োজনের মধ্য দিয়ে ‘ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ’

দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের খুঁজেখুঁজে বের করে তাদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিচ্ছেন এভাবেই যদিও আরও কেউ এগিয়ে আসে তাহলে হয়েতোবা আর দরিদ্রদের খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তিনি আরও বলেন, আজকের তারুণ্যই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। দরিদ্রতাকে জয় করে এসব তরুণদের হাতেই গড়ে উঠুক আগামীর সুখী-সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ।

ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ডা: ইফতেখার মাহমুদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মওদুদ আহমেদ রাজিবের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মর্তুজা হোসেন, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আনোয়ারুল মজিদ, মিরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাজী মো: রোকনুজ্জামান প্রমুখ।
ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ডা: ইফতেখার মাহমুদ বলেন, একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি আত্মবিশ্বাস শক্তি, ভবিষ্যৎ স্বপ্ন থাকে তাহলে তার জীবনের গতি-চেতনা তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। একজন শিক্ষার্থীর যদি আত্মবিশ্বাস না থাকে, স্বপ্ন না থাকে তাহলে একসময় জীবনের গতি-চেতনা থেমে যাবে। আমরা অর্থ সহায়তা দিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে আত্মবিশ্বাস এবং মনোবল ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। ‘টাকার অভাবে কোন মেধাবি শিক্ষার্থীর যেন লেখাপড়া বন্ধ না হয় সেটার জন্য কাজ করবে ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ।

কুষ্টিয়া জেলার প্রথিতযশা চিকিৎসক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ডা: ইফতেখার মাহমুদ এসব মেধাবী দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সাহায্য করে থাকে। এখন পর্যন্ত এই সংস্থাটি অন্তত শতাধিক শিক্ষার্থীকে পড়াশোনার জন্য সহায়তা দিয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। মঙ্গলবার নতুন করে আরও ৮ জন শিক্ষার্থীর পড়াশুনার খরচ দেওয়া হয়। মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রদিমাসে এক হাজারা টাকা, উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য প্রতিমাসে দেড় হাজার টাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিমাসের দুই হাজার টাকা প্রদান করা হবে। আাজকের এই অনুষ্ঠানে দুই মাসের জন্য শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরের যে সুনাম আছে মেহেরপুরের যে ঐতিহ্য আছে সে ঐতিহ্য বিলিন হতে পারে। তিনি গার্ড অফ ওনার প্রসঙ্গে পথিক বলেন, কোন একজন মানুষের অনেক টাকা হল সে কয়টা কম্বল কিনে কিনে নিয়ে যেয়ে ওই স্কুলের মাস্টারকে মোটামুটি ভুলিয়ে-ভালিয়ে বলেছে যে আমাকে একটু সালাম দিয়ে দেন। তিনি আরো বলেন, সম্মান পাওয়ার যে যোগ্য সে ছাড়া অন্য কাউকে গার্ড অফ অনার দেওয়া যাবে না।

মেহেরপুর প্রতিদিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফ্রিল্যান্সার সাংবাদিক আতাউর রহমান বলেন, অনলাইন জুয়া পত্রিকায় উঠিয়ে নিয়ে এসেছে। সেখানেই শেষ শেষ করতে চাই না একজন নাগরিক হিসেবে বলতে চাই ডিসি মহোদয়, এসপি মহোদয় আপনারা এখন মেহেরপুরের সন্তান। আপনারা জনগণের সাথে মিশে জনগণের সাথে সাহস দিয়ে কথা বলবেন তবেই এই অন্যায়গুলো প্রতিহত হবে। আমরা জেনেছি বিভিন্ন কাজী অফিসে বাল্যবিবাহ হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে গোপনে, এটা অবশ্যই মেহেরপুরের জন্য কলঙ্ক। কারণ বাল্যবিবাহ মুক্ত মেহেরপুর জেলা ঘোষণা হয়েছিল।

সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিলারা জাহান বলেন, ঐতিহাসিক মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুর জেলায় আমরা জন্মগ্রহণ করে করে নিজেকে ধন্য মনে করি এবং গর্ববোধ করি। এই মেহেরপুর জেলা শান্তির জেলা হিসেবে খ্যাত থাকবে এবং পরিচালিত থাকবে এটাই আমাদের কাম্য। আজকের জেলায় যে অবনতি এবং মেহেরপুর জেলায় যে বিশৃঙ্খলা জেলাকে ছোট করার জন্য যে কুচক্রি মহল কাজ করছে তাদেরকে তুলে নিয়ে এসে তাদের মুখোশ খুলে দিয়ে তাদেরকে শাস্তির আওয়াতার আনার দাবি করছি। আমাদের এই জেলায় এক সময় পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লাই চাঁদাবাজি হতো, গুন্ডামি হত মাস্তানি হত এবং প্রকাশ্যে সন্ত্রাসীরা অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতো । আজকে কিন্তু এটা নাই বললেই চলে। আজকে তার উল্টোটা ঘটছে যেখানে যেই মানুষগুলোর আস্থাভাজন যাদের উপরে আমরা সাধারণ মানুষ ভরসা করি যাদের ভরসায় আমরা পথ চলতে পারি সেই মানুষগুলোই সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে ভয় দেখিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে রেখেছে। আমরা যেই গণমাধ্যমকে ভরসা করি সেই গণমাধ্যমের কিছু কুচক্রিমহল তারা টিম তৈরি করে এই সমাজের পরিবেশ নষ্ট করছে। তারা পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় গ্রামে গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমনকি তারা সাপুড়ে কবিরাজ থেকে শুরু করে তাদের কাছে চেয়েও চাঁদা নিয়ে আসছে। প্রশাসন এর জন্য কাজ করছে তাদেরকে ধরছে তাদেরকে আবারও জামিনের আওতায় নিয়ে এসে তারা আবার সেই অপকর্মে কাজে লিপ্ত হচ্ছে। দিলারা আরো বলেন, হোটেল আটলান্টিক কাণ্ডতে সাংবাদিকসহ অনেকের নাম এসেছে। শুধুমাত্র কয়েকজন পুলিশের অভিযান ধরা পড়েছে। বাকিরা